সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রোববার, ৩০ মার্চ ২০০৮

'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'

"নানা সমস্যা থাকার পরও বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে বিপুল পরিমাণ দক্ষ জনশক্তি"-শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এই মন্তব্য করেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত 'বিসিএস আইটি এক্সপো ২০০৮'-এর উদ্বোধন করার সময়।

'সবার জন্য কম্পিউটার' শ্লোগান দিয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির উদ্যোগে 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'-এর শুভ উদ্বোধন করা হল ইসিএস কম্পিউটার সিটি, মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার, নিউ এলিফ্যান্ট রোডে। ৩০ মার্চ, রোববার, সকাল দশটায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য ও শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব ইকবাল মাহমুদ এবং বৃহত্তর এলিফ্যান্ট রোড ব্যবসায়ী মালিক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা জনাব মোস্তফা মহসীন (মন্টু)। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিসিএস-এর সহ সভাপতি জনাব এটি শফিকউদ্দিন আহমদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর প্রধান অতিথি ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ফিতা কেটে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, কম্পিউটার মেলার এ আয়োজনটি জাতির অগ্রগতির ওপর নিশ্চিত প্রভাব ফেলবে। তিনি বলেন, অপার সম্ভাবনা রয়েছে এ শিল্পে। তবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আগাতে হবে। তার মতে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা ও কম্পিউটার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরী করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সাথে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ করার বিষয়ে সরকারের কর্মপ্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। একই সাথে তিন বলেন যে, অনেক গ্রামের স্কুলে কম্পিউটার পাঠানো হয়েছে, কিন্তু সেখানে কোন কম্পিউটার শিক্ষক নেই। এমনকি কম্পিউটারের প্যাকেট পর্যন্ত খোলা হয়নি। তিনি বলেন, এসব সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় এ সে ব্যাপারে সকলকে ভাবতে হবে।

ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব ইকবাল মাহমুদ বলেন 'সবার জন্য কম্পিউটার' নামের মত সুন্দর একটি শ্লোগান ব্যবহার করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতিকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশে কম্পিউার বেশির ভাগ সময়ই শোপিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিনি বলেন, হাই স্কুলগুলোতেও কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে কল সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। এটা খুবই শুভ লক্ষণ। তবে দেশের সকলকে এর আগে কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে সব আয়োজন বিফলে যাবে।

বৃহত্তর এলিফ্যান্ট রোড ব্যবসায়ী মালিক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা তার বক্তব্যে বলেন- "ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি বলতে চাই পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা পড়েছি যে, যাদুর আয়নাতে সারা পৃথিবী নাকি দেখা যায়। ঠিক তেমনি যাদুকরী এই আবিষ্কার কম্পিউটার সারা পৃথিবীকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে। বাংলাদেশে এমন অনেক গ্রাম রয়েছে যেখানে বিদ্যুত নেই। সেই সকল গ্রামের স্কুলে সোলার ব্যবস্থার মাধ্যমে যেন কম্পিউার পরিচালনা করার সুযোগ থাকে। ভবিষ্যতে যেন একটা বড় শিল্প গড়ে উঠে এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি এই কামনাই করছি।"

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে কম্পিউটার সমিতির সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন- 'বাংলাদেশের ইতিহাসে এলিফ্যান্ট রোডের ইসিএস কম্পিউটার সিটিতে এ রকম একটি মেলার আয়োজন অবশ্যই একটি মাইলফলক। বিসিএস-এর জন্ম থেকেই এই মাইলফলক তৈরী করে চলেছি আমরা। আমাদের প্রথম মাইলফলক

ছিলো কম্পিউটারের উপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করা। একই সাথে দেশের অনলাইন ইন্টারনেট চালু করা ছিলো আমাদের আরো একটি মাইলফলক। মেলার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের সাথে কম্পিউটারের সেতুবন্ধন রচনা করাও ছিলো বিসিএস-এর একটি স্মরণীয় কাজ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অনেকেই জানেন না, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার বাজার কোনটি। দেশে হার্ডওয়্যারের যে বিশাল বাজারটি রয়েছে তার ষাট ভাগের বেশি এলিফ্যান্ট রোড থেকেই যোগান দেয়া হয় বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, সরকারের কাছে আমার অনুরোধ, সরকার যেন অব্যবহৃত ব্যান্ডউইড্‌থ ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে। এজন্য তিনি ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ইন্টারনেট প্রদানের আহ্বান জানান। তিনি কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি কম্পিউটারকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। তিনি দাবী করেন, কম্পিউটার শিক্ষা ছাড়া যেন সরকারী চাকুরী না দেয়া হয় সরকারকে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকারের কাছে কোন আবেদনের জন্য দেশের কোন নাগরিককে সরাসরি উপস্থিত হওয়ার চাইতে একটি মাউস ক্লিক করে যেন কাজটা করা সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। এক্ষেত্রে এ মেলাটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আলো ছড়াবে।

'বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি'র সহ-সভাপতি এবং 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'-এর আহ্বায়ক জনাব এ.টি. শফিক উদ্দিন আহম্মদ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। এরপর অতিথিবৃন্দ একে একে মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

মেলা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

দেশের সব চেয়ে বড় কম্পিউটার মেলা 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)-এর উদ্যোগে ঢাকার নিউ এলিফ্যান্ট রোডস্থ মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে অবস্থিত ইসিএস কম্পিউটার সিটিতে ৭ দিনব্যাপী এ মেলা চলবে ৫ এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত।

কম্পিউটারের বাজার সম্প্রসারণ ও জনগণকে কম্পিউটার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে 'সবার জন্য কম্পিউটার' এ শ্লোগান নিয়ে আয়োজিত হয়েছে এবারকার 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'। ইসিএস কম্পিউটার সিটি নামক দেশের বৃহত্তম কম্পিউটার বাজারের ৭টি ফ্লোরের প্রায় এক লক্ষাধিক বর্গফুট এলাকা জুড়ে মেলা চলবে প্রতিদিন বেলা ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এতে মোট ২৭৬টি প্রতিষ্ঠান ৩০০টি স্টলে এ শিল্পের সর্বাধুনিক পণ্য, প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রদর্শন করছে।

'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮' আয়োজনে সহযোগিতা করছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল। এ মেলার স্পন্সর হিসেবে রয়েছে বিশ্বখ্যাত চারটি ব্র্যাণ্ড পণ্য, যথা- আসুস্‌, বেনকিউ লেক্সমার্ক এবং স্যামসাং, আর অফিসিয়াল আইএসপি-আকিজ অনলাইন। মেলার প্রবেশমূল্য ১০ টাকা, তবে স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ থাকছে ।

এবার মেলায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতিতে সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা ও এর সুফল সম্পর্কে ধারণা দিতেই এবারের মেলার আয়োজন। তাই ঢাকার ২০টি নির্বাচিত বিদ্যালয় থেকে বাসযোগে মেলা প্রাঙ্গনে শিক্ষার্থীদেরকে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

'বিসিএস আইটিএক্সপো-২০০৮' শুধুমাত্র প্রথাগত মেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তির বিভিন্ন পণ্যের সাথে পরিচয় ও গুণাগুণ বর্ণনা, শিশুতোষ কম্পিউটার শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রতিযোগিতা এবং শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। আরও থাকছে সেমিনার, গেমিং জোন এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং

সুবিধা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চলবে মেলার উপর প্রেস ব্রিফিং এবং সাংবাদিক আড্ডা। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি'র সম্মানিত সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'-এর মুখপাত্র হিসেবে এই প্রেস ব্রিফিং করেন।

সংবাদ প্রেরক:

বি. এন. অধিকারী
চিফ অপারেটিং অফিসার
বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি